নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং সেবাখাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৪৯,৮৯৮.৯৩ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৪,৩৬১.১৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৯,৩৭৫.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট লোকসান হয়েছে ৪,৩২৪.৭৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,১১১.৮২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২,১৪,৫৬১.৪৪ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩৯,৮৩৪.৫৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১১১.৬৬ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ১.৩২ শতাংশ হলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা ১.৫০ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৩.১০ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও সমভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৬টি	বাংলাদেশ তৈল , গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি সরবারহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্রগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী পানি সরবারহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত) এবং বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৬টি	চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৯টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড , বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টটিউট, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ চা বোর্ড, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৩৬,২৮২.৬০ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৪,৩৬১.১৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩৫ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৯,৩৭৫.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৩২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ১০,৭১০.৪৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৬,৪৯২.২৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)
পরিচালন রাজস্ব	১,৩৬,২৮২.৬০	১,৪০,০৫৯.৭৬	১,৩৬,৬০২.৬৯	১,৪৯,৮৯৮.৯৩	১,৭৪,৩৬১.১৪	৬.৩৫
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১,২৪,৯৩৮.৩২	১,২৭,০১৩.৫৪	১,১৪,০৭৭.১৫	১,২৬,৬৪৩.২৪	১,৫৪,৯৮৫.৯০	৫.৫৪
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	১১,৩৪৪.০০	১৩,০৪৬.২২	২২,৫২৫.৫৪	২৩,২৫৫.৬৯	১৯,৩৭৫.২৪	১৪.৩২
বেতন ও ভাতাদি	৪,৩৩৫.০০	৪,৪৫৯.৮৭	৬,০১৫.৫২	৬,৫৯৪.৯১	৬,০৫০.৯৯	৮.৬৯
অবচয়	৩,৪৮৫.০৬	৪,০০৪.৯১	৪,৯৭৭.৮২	৫,৯৫০.৩৩	৬,৮৩১.৯৭	১৮.৩৩
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	৩,৫২৩.৭৬	৪,৫৮১.৪৪	১১,৫৩২.২০	১০,৭১০.৪৫	৬,৪৯২.২৮	১৬.৫১
মূল্য সংযোজন	১১,৩৪৪.০০	১৩,০৪৬.২২	২২,৫২৫.৫৪	২৩,২৫৫.৬৯	১৯,৩৭৫.২৪	১৪.৩২

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২,৬০৮.৩৫ কোটি টাকা। পরবর্তী পাঁচ বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে নীট লোকসান হয়েছে ৪,৩২৪.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন সর্বোচ্চ নীট মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৭-১৮) ৬,২৬২.৯৭ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৫৪৮.৫৬ কোটি টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৯৪৪.৭৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। অপরদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৭-১৮) ৯,২৮৪.৬২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,২৭১.৫৮ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যান্য সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এর পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নীট মুনাফা ছিল ৮৯৭.৯৯ কোটি টাকা। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা হ্রাস পেয়ে ৮৮৮.৯৫ কোটি টাকা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নীট মুনাফা ৭৯২.৫৬ কোটি টাকা হতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৫৯১.৪০ কোটি টাকায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩৫১.৪৩ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯২.৩১ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪৯৭.০৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৫.১৩ কোটি টাকা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২১-এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ২.২৭৯.১২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১,০১০.৭৮ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ১,১১১.৮২ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৮০০.০০ কোটি টাকা),

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৮০.০০ কোটি টাকা), বেসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (১২০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশন (৫.০০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২.১ ও ২২.২ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,১০৯.০১ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ হয়েছে ১,২৬১.৫৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ৪১৭.৩১ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৪০৫.৯৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৬৩.৩৪ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩-এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ সাময়িক	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৬১.৯৭	৮০.০৬	৪৮.৯৫	৫৫.০৪	৭৭.২৯	৬৩.০৫
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.৩৩	০.৪০	০.৪০	০.৫০	১.৫০	৫.০০
বিআইডব্লিউটিএ	১৮০.৪৩	১৪৩.১৭	২৭৪.৩৫	৪১৯.০৬	৪১৭.৩১	৪৮৫.০০
বিএসসিআইসি	৭৯.৬৬	৬৯.৪১	১১৫.৬৯	১৪৪.০৪	১৬৩.৩৪	২০৮.৪৯
বিএসবি	১৩.৮২	১৩.৯৪	২১.৩৫	২২.৩৭	২৩.০৭	২৮.৭৯
ইপিবি	১৯.৫১	২২.২৯	২০.১৮	২৭.৯৫	৩৪.৮৪	২৮.৬৯
বিএডিসি	২১৬.০৬	২৩০.১৩	৩১২.৩৩	৩৭৬.৯৮	৪০৫.৯৫	৪১৭.৬০
এনএইচএ	১৭.৩০	১৭.৬১	১৬.৬১	১৭.০০	১৯.০০	২০.০০
বেজা	-	-	-	১০.০০	১৪.০০	১৫.০০
খুলনা ওয়াসা	৯.৫৪	১০.০০	১১.৫০	১৪.১০	১৪.৫০	১৪.৫০
রাজশাহী ওয়াসা	-	-	-	১৫.৯১	২৭.৬০	২৪.০০
বিএসআরটিআই	৩.০৩	৩.৪১	৪.৬৮	৫.৫৬	৬.১১	৬.৫৫
বিএসএমআরএন	-	-	-	-	৪.৫৯	৬.৪২
সিবিডিএ	-	-	-	-	৬.৬৫	১২.২৫
বিটাক	-	-	-	-	৪৫.২৯	৫৭.৭৫
মোট	**৬০২.১৫**	**৫৯০.৯২**	**৮২৬.৫৪**	**১,১০৯.০১**	**১,২৬১.৫৪**	**১,৩৯৩.৫৯**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ১১৬টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাব মতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১৪,৫৬১.৪৪ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থারনিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৯,৮৩৪.৫৮ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১১১.৬৬ কোটি টাকা (০.২৮ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হলো বিপিডিবি (১১,৪২০.৫৩ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৬,০৫২.৭৬ কোটি টাকা), বিপিসি (৪,৪৫৪.৫৪ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৫,১২৯.৭৪ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (২০৯৬.৮২ কোটি টাকা), বিজেএমসি (৮৮৪.২৮ কোটি টাকা), বিএডিসি (৩,৫৭৬.২৮), বিডব্লিউডিবি (৫৭২.৯৪ কোটি টাকা), বিবিসি (৪৮৫.৩৪ কোটি টাকা) এবং ঢাকা ওয়াসা (২৪৬.৭৩ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিজেএমসি (৩৬.৯৯ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২১.৭৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), টিসিবি (১০.৭৯ কোটি টাকা) এবং বিটিবি (১০.৫২ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও

শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতেরআর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা,বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)
১। পরিচালন রাজস্ব	১৩৬২৮২.৬০	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	১৪৯৮৯৮.৯৩	১৭৪৩৬১.১৪	৬.৩৫
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	৩৫২৩.৭৬	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২	১০৭১০.৪৫	৬৪৯২.২৮	১৬.৫১
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	৩১২৯.০০	২৮৯৪.৮৯	৩১২৭.১৮	৩১৫২.১৯	৪০৩৮.০২	৬.৫৮
৪। কর্মচারি অংশীদারী তহবিল	৭৭.৭৮	৭৪.২৩	৬৯.১৮	৭০.১৮	৯১০৯.০০	২২৮.৯৭
৫। ভর্তুকি (প্রত্যক্ষ)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	-
৬। সুদ	২০৩৯.১৬	২১৯৬.২৮	২,৪৬৭.৫৭	২৮৮১.১৪	৩৪০৫.৪৩	১৩.৬৮
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	৪৫৮৮.০০	৫৩২৮.১৩	১২১৮৭.১৯	১০৯১৮.৪২	৬৭৯৩.৯২	১০.৩১
৮। কর	১০৫৩.৮৩	১০৪৪.৫	১২৯৮.৬৬	১৬০৯.৪৮	১৬২১.১৬	১১.৩৭
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	৩৫৩৪.১৭	৪২৮৩.৬৩	১০৮৮৮.৫৩	৯৩০৮.৯৪	৫১৭২.৭৬	৯.৯৯
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	১০৫৩.০৯	১২৩৫.২২	১৮৪১.০৫	২২৭৯.১২	১০১০.৭৮	-১.০২
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	২৪৮১.০৮	৩০৪৮.৪১	৯০৪৭.৪৮	৭০১৮.০৩	৪১৬১.৯৮	১৩.৮১
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	২৬৭৬৭৫.০০	২৮৯২২৩.৪৬	৩৩৩০১৩.৪৪	৩৭৩৮২১.৪৫	৪৩৩৫৮৮.১৬	১২.৮২
১৩। ইক্যুইটি	৩৩৯২৮.০০	৫১৬৫৬.৩৬	৬৮৭১৫.৪১	৫৫১৬৩.২১	৭১৮৮৩.১৩	২০.৬৫
১৪।মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার	১.৩২	১.৫৮	৩.৪৬	২.৮৭	১.৫০	৩.২৭
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	২.৫৯	৩.০৬	৭.৯৭	৬.২১	২.৯৭	৩.৪২
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	৩.১০	২.৩৯	২.৬৯	৪.১৩	১.৪১	-১৭.৯৬
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৫১	০.৪৮	.৪১	০.৪০	০.৪০	-৫.৭৩

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্রঃ ৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার

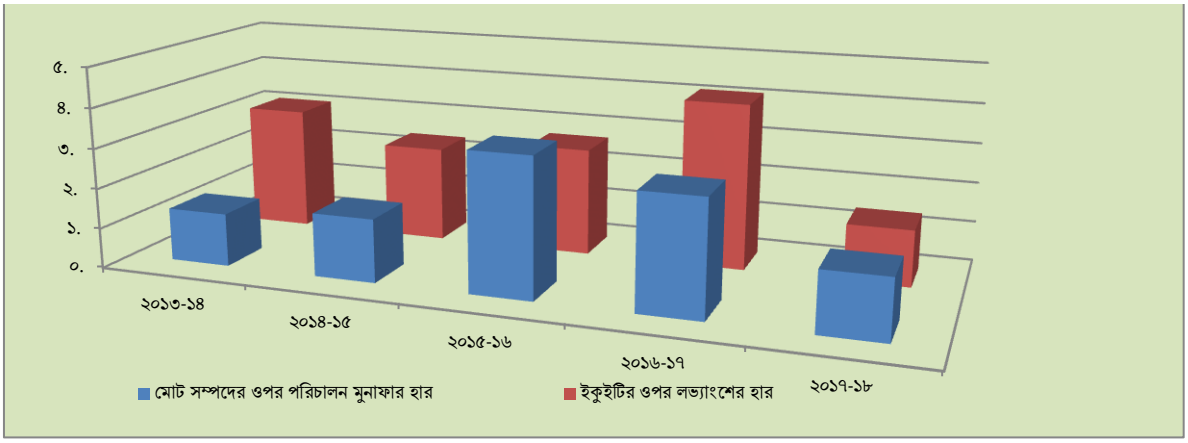

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১.৩২ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৫০ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল -২.৫৯ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৩.১০ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে।